বাংলাদেশের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা: সমস্যা ও সম্ভাবনা

ম. হাবিবুর রহমান

ক. সুচনা

আমাদের দেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণের যে ধারণা, তা হলো এমন একটি শিখন প্রক্রিয়া যা প্রধানত দরিদ্র মানুষের জন্য স্বল্প অর্থে কম সময়ের জন্য মুখ্যত, তাদেরই দ্বারা পরিচালিত শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের একটি পদ্ধতি। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে বাংলা অঞ্চলে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাই একমাত্র শিক্ষাধারা ছিল, তখন পর্যন্□ আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ধারণার উদ্ভব এ অঞ্চলে ঘটেনি। আমরা জানি, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে প্রথামুক্ত শিক্ষা। আর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পরিপুর্ণভাবে নিয়মকানুনের নিগড়ে শৃ□খলিত। এ দু'ধরণের শিক্ষাধারার বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে উঠছে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাধারা। এটি অবাধে ও নমনীয় হলেও এখানে রয়েছে কিছু নিয়মনীতি, সেগুলো স্থানীয় চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে নির্মাণ ও পুন:নির্মান করা হয়। এ ধারাটি এখন পর্যন্□ সম্পূর্ণ অর্থে সুসমন্বিত ও সম্প্রসারিত হয়নি, এটি একটি ক্রমবিবর্তনশীল ধারা - এখানে নিয়ত লেনদেন ও গ্রহণ-বর্জনের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশে প্রধানত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার উদ্ভব ঘটে একটি পরিপুরক শিক্ষা উদ্যোগ হিসেবে। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সীমাবদ্ধতা হল, এর অনমনীয় শিক্ষা কাঠামো। এই আনুষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে সব অঞ্চলের মানুষকে, সব প্রেক্ষাপটে, শিক্ষার আওতায় আনা অসম্ভব। কিন্তু দেশের সব মানুষকে শিক্ষার আওতায় আনার জন্য প্রয়োজন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার একটি সমান্□ রাল ধারা যেমনটি আমরা দেখি থাইল্যান্ড ও ফিলিপাইনে। বাংলাদেশে এখনও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার নিরবি□ছন্ন সহগ ও পরিপুরক শিক্ষাধারা হিসেবে গড়ে ওঠেনি।

খ. বাংলাদেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার উদ্ভব ও প্রসার

স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকেই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতি গুর□ত্ব দেওয়া হয়। তার প্রধান কারণ ছিল যুদ্ধবিধস্□ দেশের প্রায় ৭৫% নিরক্ষর মানুষকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করা, এবং তাদের জন্য একটি বিমুক্ত শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করা। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সে সময় দেশের সকল মানুষকে শিক্ষার আওতায় আনার জন্য গণশিক্ষা ও সর্বজনীন শিক্ষার নীতিমালা গ্রহণ করে। বাংলাদেশের সংবিধানে গণশিক্ষা ও সার্বজনীন শিক্ষা সম্বন্ধে ১৭ নং অনু□ছদে বলা হয়েছে : ''রাষ্ট্র , আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দুর করিবার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।"
তবে ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশ বয়স্ক শিক্ষা সংসদ রংপুরের রৌমারি এলাকায় ২৭টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র চালু করে। বয়স্ক শিক্ষাদানের জন্য ট্রেনিং-এর ব্যবস্থাসহ এ সংসদ তাদের কাজে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করলেও এ উদ্যোগ শেষ পর্যন্□ স্থায়ী হয় নি। তবে যুদ্ধবিধ্বস্□ দেশ এই উদ্যোগকে বয়স্ক শিক্ষার শুভ সুচনা হিসেবে অভিহিত করা যায়, কারণ এর পরই শুর□ হয় উপনাষ্ঠানিক ব্যাপক কার্যক্রম।

সত্তরের দশকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম ফলপ্রসু কারার জন্য তা স্থানীয় পর্যায়ে পরিকল্পিত হতে হবে এমন ধারণা পোষণ করা হত। সে-কারণে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বলা হয় পল্লী উন্নয়ন একাডেমী বিভিন্ন মন্□ণালয়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করবে। এই কমিটি আঞ্চলিক পর্যায়ে অগ্রাধিকার নির্ধারণ করে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার কার্যসাধন পদ্ধতি নির্ধারণ করবে। সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম (আই.আর.ডি.পি.) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার দায়িত্ব পালন করবে। এই পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের জন্য তিনটি দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়: স্কুল বহির্ভুত যুব শ্রেণী ও বয়স্ক লোকদের জন্য কর্মসংশ্লিষ্ট দক্ষতা বৃদ্ধিমুলক প্রশিক্ষণ, গণশিক্ষা ও ব্যবহারিক শিক্ষার প্রসার এবং শিক্ষা প্রযুক্তির বহুল ব্যবহারের মাধ্যমে উন্নয়ন চাহিদা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রদান। সত্তরের দশকে গৃহীত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মুখ্য উদ্যোগসমুহ:

১. গ্রাম উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের পক্ষে বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন প্রথম ৫ বছর মেয়াদি একটি প্রকল্প প্রস্□াব পেশ করে। এছাড়া জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন ২ মাসের গণশিক্ষার পাঠ্যসুচি ও বই প্রকাশ করে।
২. পরিকল্পনা কমিশন বয়স্ক শিক্ষার একটি প্রকল্প প্রস্□াব পেশ করে।
৩. বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (কুদরাত-এ-খুদা কমিশন) রিপোর্ট ১৯৭৪ প্রকাশিত হয়।
৪. ঠাকুরগাঁও জেলার কচুবাড়ি-কেষ্টপুর নিরক্ষরতামুক্ত প্রথম গ্রাম হিসেবে ঘোষিত হয়।
৫. অন্□বর্তীকালীন শিক্ষা কমিটি রিপোর্ট ১৯৭৯ পেশ হয়।
৬. বেসরকারি সংস্থাসমুহের উদ্যোগে সাক্ষরতা বিস্□ারের কর্মসুচি গৃহীত হয়।

৭. ১৯৭৩-৭৮ প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা গৃহীত হয়। এ পরিকল্পনায় মোট অর্থের ২.৫৩ কোটি টাকা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করা হয়। এই পরিকল্পনাকালে নিরক্ষর জনগোষ্ঠিকে শিক্ষার আওতায় আনার জন্য এ বরাদ্দ নির্ধারণ করা হয়।

আশির দশকের শুর□তেই উন্নয়ন শিক্ষা তথা নিরক্ষরতা দুরীকরণকে উন্নয়নের পুর্বশর্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আর এ সময়ই নিরক্ষরতা দুর করার জন্য ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আরো কিছু কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়:

১. কুমিল্লার 'বয়স্ক শিক্ষা শাখা' ঢাকায় স্থানান্□র এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আওতায় 'গণশিক্ষা কার্যক্রম'-এ আত্মীকরণ।
২. উপরাষ্ট্রপতিকে সভাপতি করে জাতীয় সাক্ষরতা কাউন্সিল গঠন।
৩. সরকারি উদ্যোগে দেশব্যাপী ব্যাপক 'গণশিক্ষা কার্যক্রম' চালু এবং সাক্ষরতা বিস্□ারে সর্বস্□রের শিক্ষিত সমাজকে, বিশেষ করে ছাত্র সমাজকে এই কার্যক্রমের সঙ্গে সম্পৃক্তকরণ।
৪. ১৯৮২ সালে মাধ্যমিক ও উ□চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষার্থীদের বাধ্যতামুলকভাবে ১ জন নিরক্ষরকে সাক্ষর করার কার্যক্রম গ্রহণ।
৫. বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন (মফিজউদ্দিন শিক্ষা কমিশন) রিপোর্ট ১৯৮৮ প্রকাশিত হয়।
৬. বাংলাদেশ গণশিক্ষা সংঘ-এর তত্ত্বাবধানে স্থানীয় বেসরকারি সংস্থাসমুহের সহযোগিতায় গণশিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ। এ কার্যক্রমের আওতায় প্রায় দু'শ তৃণমুল পর্যায়ের সেবরকারি সংস্থা জড়িত ছিল।
৭. সরকারের পক্ষ থেকে গণশিক্ষা বিষয়ক বেসরকারি কার্যক্রমসমুহের মধ্যে সমন্বয় করার জন্যে 'গণশিক্ষা কার্যক্রম' প্রতিষ্ঠা।
৮. দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৮০-১৯৮৫) প্রাথমিক শিক্ষা খাতে ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এই পরিকল্পনায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে গণশিক্ষা ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা অভিধায় অভিহিত করা হয়।

নব্বইয়ের দশকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে মানবসম্পদ উন্নয়নের একটি কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ দশকের শুর□তেই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার অভীষ্ট জনগোষ্ঠী ১১-৪৫ বয়স-গু□ছর পরিবর্তে ৫-৪৫ বয়স-গু□ছ পর্যন্□ সম্প্রসারণ করা হয়। আর এর ফলে যে-সব পরিবার কখনও লেখাপড়ার সংস্পর্শে আসতে পারেনি সেসব পরিবারের শিশুরা (৫-৪৫ বয়স গু□ছ) প্রাথমিক স্কুলে ভর্তির জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করার সুযোগ পায়। অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে ঝরে পড়ে কিংবা যারা কখনো প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হয়নি, তাদের ১৫ বছর বয়স অবধি লেখাপড়া করার জন্য আর অপেক্ষা করতে হবে না। নব্বইয়ের দশকে গৃহীত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মুখ্য উদ্যোগসমুহ:

১. ১৯৯২ সালে মন্□ণালয়ের মর্যাদায় সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ সৃষ্টি।
২. ১৯৯৩-এর শুর□তে সরকারের 'গণশিক্ষা কার্যক্রম' পুনর্গঠন এবং সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম (ইনফেপ) হিসেবে এর পুন:নামকরণ। ইনফেপ তিন বছরের (১৯৯৩-৯৫) একটি 'সেতু' প্রকল্প হিসেবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের তত্ত্বাবধানে কাজ শুর□।
৩. বাংলাদেশের শিক্ষা পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের ওপর নীতিমালা প্রণয়নের সুপারিশের জন্যে এনজিও প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন। এই টাস্কফোর্স পরবর্তী পর্যায়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প প্রণয়নে ভুমিকা রাখে।
৪. উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা। এখানে সমতাস্থাপক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়।
৫. সাধারণ শিক্ষা প্রকল্প শুর□। সাধারণ শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় স্যাটেলাইট বিদ্যালয় গঠন এবং উন্নয়ন সংস্থাকে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক ও কৈশোর শিক্ষা কার্যক্রম বাস্□বায়নের জন্য অর্থায়ন করা হয়।
৬. 'সবার জন্য শিক্ষা' কর্মবিবরণী প্রণয়ন।
৭. এসডিসি, এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক ও বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় ১৯৯৬-২০০০ সনের জন্য ৫ বছর মেয়াদী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্পের দলিল প্রণীত। এ প্রকল্পটির আওতায় ১৯৯৬-২০০০ সময়সীমার মধ্যে ২ কোটি ৩০ লক্ষ নিরক্ষর ব্যক্তিকে সাক্ষর করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই প্রকল্পটি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প-১ নামে অধিক পরিচিত।
৮. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক সরকারের টাস্কফোর্স-এর প্রতিবেদন প্রকাশ।
৯. প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলসমুহের কার্যক্রমের আওতায় গণশিক্ষা/উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিষয়ক নীতি গ্রহণ।
১০. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা। ইনফেপ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর হিসেবে পুনর্গঠিত।
১১. সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে ইনফেপ/উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর গণশিক্ষা, কৈশোর শিক্ষা ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম ও প্রাইমার প্রণয়ন করে।

১২. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প (এনএফই) ২,৩ ও ৪-এর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্□বায়নের কাজ শুর□।
১৩. পুর্বতন পরিল্পনার সুত্র ধরে এ সময়কালে সাক্ষরতা-উত্তর অব্যাহত শিক্ষার প্রকল্প ১ পরিকল্পিত হয়।
১৪. মানব সম্স্লদ উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-১ এর প্রস্তুতিমুলক কাজ শুর□।
১৫. জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির প্রতিবেদন পেশ।
১৬. বেসরকারি উদ্যোগে কুড়িগ্রাম জেলার গুনাইগাছ ইউনিয়নকে প্রথম নিরক্ষরতামুক্ত থানা হিসেবে ঘোষণা।
১৭. লালমনিরহাট জেলাকে প্রথম নিরক্ষরতামুক্ত জেলা হিসেবে ঘোষণা। এ সময়কালে আরো ৫টি জেলা নিরক্ষরতামুক্ত হয়।

এই নব্বইয়ের দশকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাসংক্রান্□ সর্বাধিক কর্মসুচি গৃহীত হয়। এ সময় সরকারের প্রায় প্রতিটি উদ্যোগই ছিল সুপরিকল্পিত, সুসমন্বিত ও সুদুরপ্রসারী। সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সামগ্রিক, প্রধানত প্রাতিষ্ঠানিক ও দক্ষতা উন্নয়নমুলক শিক্ষাধারার সমান্□রালে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাধারার প্রচলন। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বিভিন্ন ধারা ও উপধারার মাধ্যমে জনগোষ্ঠী যেন তাদের শিখন চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা-প্রশিক্ষণের সুযোগ পেতে পারে, সে দিকে লক্ষ্য রেখে প্রকল্পসমুহ প্রণয়ন করা হয়। প্রধানত প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ সৃষ্টি, বৃহত্তর সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ এবং পরে এই কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার দৃঢ় ভিত্তি এ সময়ই রচিত হয় । তাছাড়া উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সুফল বহুধারায় পল্লবিত হয়ে তা যেন নানা ধরনের মানুষের শিখন চাহিদা পুরণ করতে পারে, সেদিকে লক্ষ রেখে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ও এ সময় প্রতিষ্ঠা করা হয়। একুশ শতকের প্রথম দশকের প্রথম পাদে গৃহীত কর্ম-উদ্যোগসমুহ হলো:

- সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রকল্প-২ পরিকল্পিত হয়।
- শিক্ষানীতি ২০০০ প্রণীত ও ২০০২ সালে জাতীয় সংসদে তা গৃহীত হয়।
- এ দশকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ৪টি প্রকল্প বাস্□বায়িত হয়।
- একুশ শতকের প্রথম দশকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার লক্ষ্যসমুহ 'সবার জন্য শিক্ষা'র মুল লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপুর্ণ হবে- এমনভাবে সরকারের নীতিমালায় তা প্রতিফলিত হয়েছে।
- মানব সম্স্লদ উন্নয়নের জন্য সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা কার্যক্রম-১ এর বাস্□বায়ন শুর□।
- শিক্ষানীতি ২০০০ গ্রহণ করা যাবে কিনা তা পর্যালোচনা করার জন্য একটি শিক্ষা সংস্কার কমিটি গঠন।
- প্রফেসর মনির□জ্জামানকে চেয়ারম্যান করে নতুন শিক্ষা কমিশন ২০০২ গঠন।
- প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ওপর গুর□ত্বারোপ করে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পে উপানুষ্ঠানিক শিশু শ্রেণী প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা গ্রহণ এবং এনজিওসমুহকে সরকারি স্কুলে শিশু শ্রেণী খোলার অনুমতি প্রদান।
- প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগকে মন্□ণালয়ে উন্নীত করা হয়।
- বিশ্বব্যাংক ও এসডিসি'র সহায়তায় সরকার "রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন" প্রকল্প প্রণয়ন ও তা বাস্□বায়নের কাজ শুর□ করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় হতদরিদ্র ও প্রত্যন্□ এলাকার সুবিধাবঞ্চিত প্রায় ৫ লক্ষ শিশুর লেখাপড়ার আয়োজন করা হয়েছে। সরকার এই প্রথম বারের মত এই প্রকল্পের মাধ্যমে সরাসরি জনসমাজের সঙ্গে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে যা□ছ। এটি ৩৯০.৭২ কোটি টাকার প্রকল্প।
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর বন্ধ ঘোষণা।
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সমন্বিত ও সম্প্রসারিত জাতীয় নীতিবিষয়ক রূপরেখা অনুমোদিত। সমন্বায়িত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম প্রণয়ন ও পরিচালনার জন্য এ ধরণের নীতিগত রূপরেখার অভাব ছিল দীর্ঘদিনের।
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর এর বিকল্প প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো অনুমোদিত ও ব্যুরো অফিস প্রতিষ্ঠিত।

গ. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার উদ্দেশ্য সংজ্ঞা, ধারা ও পরিধি

সম্প্রতি সরকার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জাতীয় নীতিবিষয়ক রূপরেখা অনুমোদন করেছে। এই নীতিবিষয়ক রূপরেখায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সমন্বিত ও সম্প্রসারিত চারিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই দলিলের অনুমোদনের মধ্য দিয়ে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার অংশীজনদের অনেক দিনের পুঞ্জীভুত আশা পুরণ হল। এই নীতিবিষয়ক রূপরেখায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলি চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলো হল নিম্নরূপ:-

শিশু, কৈশোর ও যুবাদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে-

১. সুপ্রযুক্ত ও উ□চ মানসম্মত বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণসমেত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের আয়োজন করা যা বিভিন্ন ধরণেনর অভীষ্ট জনগোষ্ঠির বহুধা শিখন চাহিদা পুরণ করবে;
২. সরকারী, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং প্রাইভেট সেক্টরসহ বৃহত্তর সিভিল সমাজের উপানুষ্ঠানিক কর্মতৎপরতাসমুহের মধ্যে সমন্বয়ন, উন্নয়ন, পরিকল্পনা, বাস্□বায়ন, পরিবীক্ষণ ও মুল্যায়নের একটি কার্যকর কৌশল যা পক্ষান্□রে নিরক্ষরতা ও দারিদ্র নিরসন এবং মানব সম্পদ উন্নয়নকে তরান্বিত করবে;
৩. স্থানীয় পর্যায়ের প্রশাসন, বেসরকারি সংস্থা, জনসমাজভিত্তিক সংগঠন ও স্থানীয় জনসমাজকে সম্পৃক্ত করে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর জেলা পর্যায়ের অফিসের আদলে বিকেন্দ্রীভুত একটি পরিচালন ব্যবস্থা স্থাপন করা যা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার কার্যক্রম, কাঠামো এবং জীবনভর শিখনের সুযোগ-সুবিধাদি ও স্থানীয় জনসমাজের মালিকানা ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করবে;
৪. উপানুষ্ঠানিক কার্যক্রমে অর্থায়নের জন্য স্থানীয়, জাতীয় ও আন্□র্জাতিক পর্যায়ে সুষ্ঠু পরিকল্পনা, পরিচালনা ও সম্পদ সমাবেশীকরণের এমন একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলা যা সরকারী, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, বৃহত্তর সিভিল সমাজ ও প্রাইভেট সেক্টরের সম্পৃক্ততা, অংশগ্রহণ, সমন্বয়ন ও দায়িত্ব বিনিময় নিশ্চিত করবে;
৫. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সেক্টরের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সুশাসনের জন্য প্রশিক্ষিত পেশাজীবীদের সমন্বয়ে আধা-স্বায়ত্বশাসিত জাতীয় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পরিষদের তত্ত্বাবধানে পেশাজীবীতা উন্নয়নের সুযোগসমেত একটি জাতীয় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো গঠন যা মুলত পরিষদের সচিবালয় ও পরিচালন প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হবে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার কার্যক্রম পরিচালনায় নিয়োজিত বিভিন্ন অংশীজন বিশেষ করে সরকার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের প্রসার, প্রণোদনা, সহযোগিতা পরিচালনায় নিম্নলিখিত নীতি-নির্দেশনা দ্বারা পরিচালিত হবে:

১. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যাপক ধারণা: সরকার উপনুষ্ঠানিক শিক্ষার এমন একটি সমন্বায়িত (ঈড়সঢ়ৎবযবহংরাব) ধারণা গ্রহণ করবে, যা প্রধানত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে গড়ে ওঠা একটি উদ্দেশ্যমুলক, সুব্যবস্থিত ও সংগঠিত শিখন ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃত হবে। এই সমন্বায়িত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, মৌলিক সাক্ষরতা শিক্ষা, সাক্ষরতা-উত্তর শিক্ষা ও অব্যাহত/জীবনভর শিক্ষা নিয়ে গড়ে উঠবে।

১.১. প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

আমাদের দেশে অধিকাংশ শিশুই প্রথম-প্রজন্ম শিক্ষার্থী। আনুষ্ঠানিক শিক্ষা শুর□ করার জন্য তারা প্রয়োজনীয় মানসিক ও দৈহিক যোগ্যতা অর্জনের পরিবেশ তাদের পরিবারে পায় না। সরাসরি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে তারা নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়, অনেকে অল্পদিনেই ঝরে পড়ে। তাদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা বাঞ্ছনীয়। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হলো ৩-৫ বছর বয়সী শিশুদের স্কুলের জন্য প্রস্তুত করা। এসব শিশু যেন স্কুলকে তার বাড়িরই একটি বর্ধিত অংশ মনে করতে পারে এবং সে যেন গল্প, গান ও খেলার মাধ্যমে জীবনের সুচনাকালে শিখন অভ্যাস গড়ে তুলতে পারে। আর সেলক্ষ্যেই প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার কার্যক্রম প্রণীত হয়। এ শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় শুধু শিশু নয়, শিশুর মা-বাবাসহ সকল পরিচর্যাকারী ও শিশুর এ সময়ে কি ধরনের সহযোগিতা প্রয়োজন, সে বিষয়ে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকে। শিশু বিকাশের ওপর তাঁদের একটি সুসমন্বিত আধুনিক ধারণা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রদান করা হয়।

১.২. মৌলিক সাক্ষরতা শিক্ষা

মৌলিক সাক্ষরতা শিক্ষা একটি সংগঠিত দলীয় ততপরতা। এ ততপরতার প্রদান লক্ষ্য সাক্ষরতা দক্ষতা অর্জন হলেও একই সঙ্গে শিক্ষার্থীরা বহুবিধ বিষয়ে সচেতনাতাও অর্জন করে থাকে। সাধারণভাবে, যে পড়ালেখা মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগে, তাই মৌলিক সাক্ষরতা শিক্ষা। কিন্তু এর অর্থ, শুধুমাত্র সাক্ষরতার দক্ষতা, যেমন- পড়া, লেখা ও হিসাব নিকাশের ক্ষমতা অর্জনই নয় বরং আরো ব্যাপক। মৌলিক সাক্ষরতা শিক্ষার মাধ্যমে একজন নতুন সাক্ষর বাংলা ভাষায় কথা শুনে বুঝতে পারবে, মৌখিক ও লিখিতভাবে তা প্রকাশ করতে পারবে, সমাজ পরিবেশকে বিশ্লেষণ করতে পারবে, দৃশ্যমান বস্তুসামগ্রী যেমন আলোকচিত্র, লেখচিত্র, পোস্টার, ছবি, চার্ট, কার্টুন ইত্যাদি পড়তে ও ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং সেই সঙ্গে অতি প্রয়োজনীয় হিসাব-নিকাশ করতে ও তা টুকে রাখতে পারবে। সাধারণত এ শিক্ষার প্রান্□িক যোগ্যতা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আলোকে ২য় থেকে ৫ম শ্রেণীর সমমানের হয়ে তাকে। তবে প্রান্□িক যোগ্যতার সঠিক স্□র কি হবে তা নির্ভর করবে কোর্সের বিষয়ক্রম ও সময়সীমার ওপর।

১.৩. সাক্ষরতা-উত্তর শিক্ষা

'সাক্ষরতা-উত্তর শিক্ষা' একটি সুসংগঠিত দলীয় তৎপরতা। এ তৎপরতার প্রধান লক্ষ্য হলো অর্জিত সাক্ষরতার দক্ষতা ব্যবহার করে উ□চতর সারক্ষতর দক্ষতা অর্জন। অর্জিতব্য সাক্ষরতা-দক্ষতার প্রান্□িক যোগ্যতা হবে ৩য় থেকে ৫ম শ্রেণীর দক্ষতার সমমানের। মানুষকে নানা রকমের ব্যবহারিক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করতে হয়। এসব ব্যবহারিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্য প্রতিনিয়ত তাকে

তার অর্জিত সাক্ষরতার দক্ষতাকে আরো শাণিত, সুসংহত ও উন্নত করতে হয়। আর এজন্য প্রয়োজন নব্য সাক্ষর ব্যক্তির অব্যাহত অনুশীলন - তার ব্যক্তিক, পারিবারিক, সামাজিক ও নাগরিক কর্মকাণ্ডে। সাক্ষরতা-উত্তর শিক্ষায় বিভিন্ন বৃত্তি সম্পর্কে এমনভাবে নব্য সাক্ষরদের সুবিদিত করা হয়, যেন সে তার পছন্দসই বৃত্তিকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে পারে।

১.৪. অব্যাহত শিক্ষা/ জীবনভর শিক্ষা

'অব্যাহত শিক্ষা' একটি সুসংগঠিত একক অথবা দলীয় তৎপরতা। এ তৎপরতার প্রধান লক্ষ্য হলো– সচেতনতা শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, প্রাথমিক/নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ের সমতাস্থাপক শিক্ষার আয়োজন ও পেশাজীবিতার উন্নয়ন। পরিবারে, সমাজে ও কর্মজগতে একজন মানুষকে নানারকমের ভূমিকা পালন করতে হয়– পিতা-মাতা, কর্মী ও নাগরিক। সে কারণে একজন সফল পিতা-মাতার করণীয় কি তা তাকে ভালোভাবে জানতে হবে। তাকে জানতে হবে, একজন সুনাগরিকের কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন। আরো জানা প্রয়োজন, একজন দক্ষ কর্মী হিসেবে তাঁর কাজের উতকর্ষ বিকাশে সে আর কি কি ধরনের প্রশিক্ষণ নিতে পারে। আর তাই অব্যাহত শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পরিবারের কল্যাণ সাধন, আয় বৃদ্ধি ও নাগরিক কর্মকাণ্ডে স্ব□ছন্দে অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে মুল বিষয় হলো, অব্যাহত শিক্ষা একদিকে যেমন সাক্ষরতানির্ভর হবে, তেমনি অন্যদিকে হবে নৈপুণ্য বিকাশের একটি প্রক্রিয়া। সাক্ষরতা ও সচেতনতার পাশাপাশি দক্ষতার বিকাশ না হলে মানুষ 'স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষ' হিসেবে বিকশিত হবে পারে না। অব্যাহত শিক্ষা চর্চার মাধ্যমে একজন মানুষ চিরায়ত শিক্ষাধারার সঙ্গে যুগোপযোগী শিক্ষাকে সম্পৃক্ত করতে পারে। অব্যাহত শিক্ষা মানুষকে তাঁর সারা জীবনের জন্য শিখন-সহায়তা দেয় বলে একে অনেকেই জীবনভর শিক্ষা হিসেবে অভিহিত করে থাকে। অব্যাহত শিক্ষার প্রকৃতি অনুসারে একে ছয় ভাগে ভাগ করা যায়।

- **সচেতনতা শিক্ষা:** সচেতনতার অর্থ হলো চেতনার সঙ্গে অর্থাৎ বুঝে-শুনে কোনো কাজ করা। আর সচেতনতা শিক্ষা হলো, এমন একটি শিক্ষাপ্রক্রিয়া যা মানুষের চেতনায় সাড়া জাগিয়ে কা□ক্ষিত পরিবর্তনের উপযোগী করে তোলে। সচেতনতা শিক্ষার আওতায় দেশপ্রেম শিক্ষা, শান্ি□ ও মানবাধিকার শিক্ষা, গণতন্□ ও সুশাসন বিষয়ক শিক্ষা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা শিক্ষা, শিশু সুরক্ষা শিক্ষা,পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ও নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক শিক্ষাসহ বিভিন্ন ধরনের কোর্স অন্□র্ভুক্ত হবে। সচেতনতা শিক্ষা একজন নব্য সাক্ষরকে সমাজমনস্ক রাজনীতি সচেতন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করে।
- **পেশাজীবিতা উন্নয়ন শিক্ষা:** নিজ নিজ পেশার নৈপুণ্য বিকাশের প্রক্রিয়াই হলো পেশাজীবীতা উন্নয়ন শিক্ষা। পেশাজীবীতা উন্নয়ন শিক্ষার দুটি ক্ষেত্র রয়েছে- একটি হলো সনাতনী অর্থাৎ মা-বাবার কাছ থেকে অর্জিত পেশার উন্নয়ন এবং অন্যটি নবতর পেশার সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা। এ দুটো দিক বিবেচনা করে পেশাজীবীতা উন্নয়ন শিক্ষার কোর্সসমুহ রূপায়ন করা প্রয়োজন। এছাড়া স্থানীয় বাজারের চাহিদাও বিবেচনায় আনতে হবে। এই শিক্ষার আওতায় নানাবিধ বৃত্তিমুলক শিক্ষা, উদ্যোক্তা উন্নয়ন শিক্ষা, জনপ্রিয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষা এবং স্থিতিশীল জীবন নির্বাহী শিক্ষাসহ সময়ের চাহিদা পরিপুরণের জন্য আরো নতুন নতুন শিক্ষা কোর্স অন্□র্ভুক্ত হবে। এ শিক্ষা মানুষের নিজ নিজ বৃত্তির উন্নয়নের পাশাপাশি তাকে বিজ্ঞানমনস্ক হতে সহায়তা করবে।
- **সমতাস্থাপক শিক্ষা:** প্রচলিত সাধারণ অথবা কারিগরি শিক্ষার তুল্য বিকল্প শিক্ষা হলো সমতাস্থাপক শিক্ষা। সমতাস্থাপক শিক্ষার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মুলধারার সঙ্গে যেমন- সাধারণ ও কারিগরি উভয় পরিসরেই নতুন সাক্ষরদের সম্পৃক্তিকরণের জন্য সমতাস্থাপক শিক্ষার প্রসার অত্যন্□ জর□রি। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে, সাধারণ ও কারিগরি উভয় ধারাতেই প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উ□চতর পর্যায়ে কিভাবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার সুসমন্বয় হতে পারে তারই একটি দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বাইবে যারা পড়ালেখা করেন তাদের স্বীকৃতির বিষয়টিও বিবেচনায় আনা দরকার। সমতাস্থাপক ব্যবস্থা না থাকার ফলে এসব শিক্ষার্থী- (১) একই রকম যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সমমানের চাকরির জন্য প্রতিযোগিতায় যেতে পারে না, (২) সমতাস্থাপক অভীক্ষা না থাকায় নিজেদের যোগ্যাতা ও অর্জন নিরূপণ করতে পারছে না এবং (৩) অব্যাহত শিক্ষার যে সীমিত সুযোগ আছে নতুন সাক্ষররা তা ব্যবহার করতেও ততটা আগ্রহ দেখায় না। বাংলাদেশে সমতাস্থাপক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারলে অনেকে নতুন সাক্ষর ও ঝরে পড়া শিক্ষার্থী
- নতুন করে তাঁদের পড়ালেখা করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবে।
- **বিশেষ শিক্ষক-শিক্ষা:** দেশে প্রচুর শিক্ষক-সহায়ক রয়েছেন যাঁরা সাক্ষরতা কেন্দ্র অথবা উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার কেন্দ্র পরিচালনা করেন। এসব শিক্ষক-সহায়ক ৬ থেকে ৩৬ মাসের জন্য নিযুক্ত হন। তাঁদের বেশির ভাগেরই শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্□। একাধিক প্রশিক্ষণ কোর্স সফলভাবে সমাপনের পর শিক্ষক-সহায়কবৃন্দ কেন্দ্রে শিশু ও কিশোর অথবা বয়স্কদের পড়িয়ে থাকেন। এদের মাঝে শিক্ষকতার আলোকবর্তিকা জ্বেলে দেওয়ার পরপরই এদের অনেকেরই শিক্ষকতার সাময়িক জীবন শেষ হয়ে যায়। অথচ এরাও সুযোগ পেলে নিজেদেরকে স্থায়ীভাবে শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত করতে পারেন। আর এ জন্য প্রয়োজন বিশেষ শিক্ষক-শিক্ষা।
- **ব্যক্তিক প্রতিভাবিকাশী শিক্ষা:** বিশেষ ব্যক্তির মেধা অনুযায়ী সমাজে তাঁর যথাপোযুক্ত অবদান রাখার জন্য বিশেষ শিক্ষার সুযোগই হ'ল ব্যক্তিক প্রতিভা বিকাশী শিক্ষা। সমাজে এমন কিছু প্রতিভাবান ব্যক্তি রয়েছেন যাঁরা স্ব স্ব মেধা, প্রজ্ঞা ও কৃৎকৌশলের কারণে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রাখছেন। এসব বিশেষ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তির পছন্দ অনুযায়ী জ্ঞানের বিভিন্ন পরিসর যেমন- সামাজিক, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক, শারীরিক, কৃৎকৌশল ও অনুষ্ঠানকলা বিষয়ে উ□চতর শিক্ষা

অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করা যায়। এসব সুযোগ সৃষ্টি হলে প্রতিভাবান ব্যক্তিবর্গ আরো ফলপ্রসুভাবে অবদান রাখতে সক্ষম হবেন। যেহেতু এই শিক্ষা ব্যক্তিকেন্দ্রিক, তাই কোর্সের প্রকৃতিও হবে 'একজন অন্যজনে শেখাবে' এর মত।

- **ভবিষ্যতমুখী শিক্ষা:** সামাজিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষার্থী ও সংগঠনকে গড়ে ওঠার উপযোগী করার লক্ষ্যে নতুন নতুন জ্ঞান, দক্ষতা ও কৃতকৌশলগত নৈপুণ্য অর্জন করা দরকার। ভবিষ্যতের জন্য বিভিন্ন স্□রের শ্রমজীবী, পেশাজীবী ও ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন পেশাগোষ্ঠির চাহিদানুগ দক্ষতা উন্নয়ন ও নবতর পেশা গ্রহণের কারণে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করাই ভবিষ্যতমুখী শিক্ষার উদ্দেশ্য। যেহেতু এ শিক্ষা দলকেন্দ্রিক, তাই কোর্সের প্রকৃতিও হবে দলগত। ভবিষ্যতের জন্য বিভিন্ন স্□রের শ্রমজীবী, পেশাজীবী ও ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন পেশাগোষ্ঠির চাহিদানুগ দক্ষতা উন্নয়ন ও নবতর পেশা গ্রহণের জন্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করাই ভবিষ্যৎমুখী শিক্ষার উদ্দেশ্য। যেহেতু এ শিক্ষা দলকেন্দ্রিক, তাই কোর্সের প্রকৃতিও হবে দলগত।

২. একটি সমন্বিত উপ-সেক্টর এ্যাপ্রোচ: সরকার বিভিন্ন ধরনের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সিভিল সমাজ ও উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় সমন্বিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা উপ-সেক্টরের সকল কার্যক্রম উন্নয়ন ও বাস্□বায়নে সহযোগিতা করবে। সরকার মুলত এসকল উপানুষ্ঠানিক কার্যক্রম একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সরাসরি পরিচালনা না করে বরং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পরিচালনার সুযোগ তৈরি করবে।

৩. সরকারের সুনির্দিষ্ট ভুমিকা: সরকার প্রধানত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়ন ও তার সংস্কার/উন্নয়ন করবে। এছাড়া উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বিভিন্ন কার্যক্রমের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয়নে সহায়তা; কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মুল্যায়ন এবং বিভিন্ন অংশীজন বিশেষ করে স্থানীয় জনসমাজ, সংশ্লিষ্ট সিভিল সংগঠন, বেসরকারি সংস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রাইভেট সেক্টরের অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণে গৃহীত নীতিমালা বাস্□বায়ন করবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্□ণালয় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মুখ্য মন্□ণালয় হিসেবে বিবেচিত হবে। সরকার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য যথেষ্ট পরিমাণে নিজস্ব সম্পদ বিনিয়োগ ছাড়াও নীতিগত উদ্দেশ্য পরিপুরণের জন্য উন্নয়ন সহযোগীসহ অন্যান্য উৎস্য থেকে অর্থ সংগ্রহে ইতিবাচক ভুমিকা রাখবে।

৪. সম্ভাব্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার অভীষ্টজন: সরকার এমনভাবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার কার্যক্রম প্রণয়ন ও বাস্□বায়ন করবে যেন তাতে অবহেলিত সুবিধাবঞ্চিত বিভিন্ন ধরণের অভীষ্ট জনগোষ্ঠির শিখন চাহিদা পুরণ হয়। এদের মধ্যে যারা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পায়নি, বা কখনও পাবার সুযোগও পাবে না, তাদেরই জন্য মুলত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি করবে। সম্ভাব্য অভীষ্ট জনগোষ্ঠির মধ্যে রয়েছে – প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় বয়সী শিশু (৩-৫ বছর); ভর্তি হয়নি বা ঝরেপড়া স্কুল বয়সী শিশু (৬-১০ বছর); স্কুল বহির্ভুত শিশু (১১-১৫ বছর); যুবা (১৬-২৪ বছর) এবং বয়স্ক মানুষ (২৫+)।

৫. শিক্ষার্পণ কৌশল: উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমকে স্থানীয় জনসমাজের প্রেক্ষাপট এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের শিখন চাহিদা ও শিখন পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষার্পণ গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে এই কৌশলকে অবশ্যই নমনীয় হতে হবে। সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমুহ, জনসমাজভিত্তিক সংগঠনসমুহ এবং প্রাইভেট সেক্টরসহ গবেষণা প্রতিষ্ঠান উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার রূপরেখা অনুযায়ী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার কার্যক্রম প্রণয়ন করবে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার শিখনকৌশলও নমনীয় হবে। শিখনকৌশল এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন তা শিক্ষার্থীদের নিজস্ব নিয়ন্□ণ, সম্পদের সীমাবদ্ধতা ও পছন্দ অনুযায়ী শিখনের পাঠ্যসুচি ও উপকরণ; শিখনের ধারাবাহিকতা; শিখনের সময় ও স্থান; এবং শিখন পদ্ধতি নির্ধারণ করতে পারে।

৬. অধিক্রমনিত বিষয়াদি: উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার অভীষ্ট জনগোষ্ঠি পড়ালেখা ও হিসাবনিকাশের পাশাপাশি নিম্নলিখিত বিষয়াদি যেমন– সমতা, ন্যায্যতা, নারী-পুর□ষ সমদর্শিতা, দারিদ্র বিমোচন, গণতন্□ ও সুশাসন, পরিবেশ-সচেতনতা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ, স্থিতিশীল জীবনমুখী শিক্ষা ও অন্□ভুক্তিকর শিক্ষা ইত্যাদি সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধিতে 'যখন যেখানে প্রয়োজন' সেই ভিত্তিতে সহায়তা ও প্রসারে সহযোগিতা করবে। এগুলোকে অবশ্য শিক্ষক প্রশিক্ষণ, তত্ত্বাবধায়ক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার্পন কৌশলের অন্□ভুক্ত করতে হবে।

৭. শিক্ষামানের নিশ্চয়তা: উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মান নিশ্চিতকরণে সরকার সুপ্রযুক্ত কৌশল, সাংগঠনিক ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কাঠামো, সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও কার্যক্রম প্রতিষ্ঠা করবে। নিম্নলিখিত বিষয়াদি মান নিশ্চিতকরণ কৌশলের অন্□ভুক্ত হবে; (ক) প্রমিতকরণের ব্যবস্থা স্থাপন ও তা কার্যকর করা; (খ) বাস্□বায়ন নির্দেশিকা প্রণয়ন; (গ) পেশাজীবী ও যোগ্য কর্মী বাহিনীর সামর্থ্য উন্নয়ন; এবং (ঘ) পরিবীক্ষণ মুল্যায়ন ও ফিডব্যাক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা।

৮. সমতাস্থাপক ব্যবস্থা: প্রাথমিক শিক্ষা ও গণশিক্ষা মন্□নালয় শিক্ষা মন্□ণালয়, বেসরকারি সংস্থা এবং প্রাইভেট সেক্টরসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অংশগ্রহণে সরকার সমতাস্থাপক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করবে। এই ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত বিষয়াদি থাকবে: (ক) সুপ্রযুক্ত স্বীকৃত যোগ্যতা ও অভীক্ষার ব্যবস্থা; (খ) বিভিন্নধারার শিক্ষার মধ্যে বিশেষ করে উপানুষ্ঠানিক থেকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষায় সুনির্দিষ্টভাবে কোন্ স্□রে প্রবেশ ও বহির্গমন করতে পারবে তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ও নির্দেশনা।

৯. সমন্বয়ন ও অংশীদারিত্ব: সরকার নিম্নলিখিত উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে মানসম্মত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সম্প্রসারণে সহায়তা করবে: (ক) আন্□:মন্□ণালয় সম্পর্কস্থাপন; (খ) বিভিন্ন অংশীজন, যেমন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান; জনসমাজভিত্তিক সংগঠন;সিভিল সমাজ, প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে অংশীদারিত্ব নির্মাণে সহায়তা এবং (গ) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে নেটওয়ার্ক, সমন্বয়ন ও সম্পদ বিনিময়ের কৌশল স্থাপন।

১০. সামর্থ্য বিনির্মাণ: সরকার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদায়ক সংস্থা ও তার কর্মীদের পেশাজীবীতা উন্নয়নের জন্য কার্যক্রম প্রণয়ন ও কৌশলগত পরিকল্পনায় অব্যাহত সামর্থ্য বিনির্মাণের ব্যবস্থা অন্□র্ভুক্ত করবে। অন্যদিকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদায়ক সংস্থা জনসমাজের সামর্থ্য নির্মাণে জীবনব্যাপী শিখনের সুযোগ তৈরির জন্য শিখনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করবে এবং অব্যাহতভাবে তাদের হাতে ধীরে ধীরে শিখনকেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব ছেড়ে দেবে।

১১. সাংগঠনিক কাঠামো: সরকার একটি আধা-স্বায়ত্বশাসিত স্থায়ী প্রতিষ্ঠান – জাতীয় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠা করবে। পরিষদের প্রধান কাজ হবে, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার রূপরেখা বাস্□বায়নে সহযোগিতা করা এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্□বায়নের জন্য ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করা। একটি জাতীয় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা-ব্যুরো পরিষদের সচিবালয় হিসেবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারে সহযোগিতা করবে।

ঘ. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সমস্যা

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার অর্জন অনেক হলেও আমাদের সমস্যা যে নেই তা নয়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সমস্যা অনেক ও সেগুলোর ব্যাপকতাও বিশাল। আবার এই শিক্ষা প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত বিভিন্ন অংশীজনদের প্রেক্ষাপট থেকেও সমস্যার প্রকৃতি নানারকমের, তবে আলোচনার গতিশীলতা বজায় রাখার জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সমস্যা উপস্থাপনে কোন দৃষ্টিভঙ্গিগত বিভাজন করা হয়নি।

১. ধারণাগত স্পষ্টতার অভাব: উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা একটি সনাতনী শিক্ষাধারা হলেও বিষয়গত দিক থেকে এটি একটি নতুন বিষয় (ফরংপরঢ়ষরহব)। বিষয় হিসেবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এখনও পরিপূর্ণ রূপ নেয়নি, অব্যাহতভাবে বিবর্তিত হ□ছে। সে দিক থেকে এ বিষয়ে প্রায় সবারই কম বেশি অস্পষ্টতা রয়েছে। আবার যেহেতু প্রেক্ষাপট অনুযায়ী জনগোষ্ঠি ও বয়ক্রম ভেদে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম, পাঠ্য বিষয়, শিক্ষণ ও শিখন পদ্ধতি, উপকরণ ও সর্বপরি শিক্ষার্পন কৌশলের বিভিন্নতা দেখা যায় সেহেতু অংশীজনদের ভেতরেও এর পরিধিগত অস্পষ্টতা গড়ে ওঠেছে। এছাড়া উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্বন্ধে সুব্যবস্থিত প্রশিক্ষণ শুর□ হয়েছে নব্বইয়ের দশক থেকে। যে সব ব্যক্তিবর্গ এসব বিষয়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে থাকেন তাঁরা মুলত: স্বপ্রশিক্ষিত, তাদের কোন আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ নেই। তদুপরি এরা প্রায় সবাই নিজস্ব উদ্যোগে মাঠ পর্যায়ে কাজ করে ও স্বঅধ্যয়নের মাধ্যমেই নিজেদের উপানুষ্ঠানিক বিষয়ে সামর্থ্য গড়ে তুলেছেন। সে দিক দিয়ে এদের প্রায় প্রত্যেকেরই নিজস্ব মেধা, প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের আলোকে তাঁদের ধারণাগত সংগঠনও নির্মিত হয়েছে নানামাত্রায়। ফলে বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশে ধারণাগত অস্পষ্টতা বিরাজ করছে।

২. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা একটি অপূর্ণ শিক্ষাধারা: আমরা আগেই বলেছি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাধারা 'শিক্ষা'র একটি নবতর উপধারা। এ ধারায় লেখাপড়া শিখে একজন শিক্ষার্থী শিশুশ্রেণী থেকে শুর□ করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্□ তার শিখনের সব চাহিদা মেটাতে পারে না। সে জন্য অনেকেই এধারাটিকে একটি স্বতন্□ শিক্ষাধারা বলতে চান না। এ শিক্ষার ধারাবাহিকতা বা পরম্পরা নির্ভর করে শিক্ষার আরো দু'টি ধারা – যেমন আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাধারার ওপর। সে দিক থেকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার পরম্পরা নিম্নরূপ:

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাধারা শিক্ষা পরম্পরার দিক থেকে উপানুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা ধারার সঙ্গে অধিক্রমনিত। বিভিন্ন শিক্ষাধারার মধ্যে কোন সুস্পষ্ট বিভাজন রেখা টানা সম্ভব নয়। সত্যিকার অর্থে মানুষ মায়ের ভ্র□ণ থেকে শুর□ করে জীবনভরই শিখন প্রক্রিয়ার মধ্যেই থাকে। এতে করে কে, কতটুকু, কোন ধারা থেকে কি শিখেছে তা সহজে অনুমেয় নয়। তবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাধারার মধ্যেই একটি ধারবাহিকতা তৈরি করা সম্ভব।

৩. সমতাস্থাপক শিক্ষা ব্যবস্থার অভাব: প্রচলিত সাধারণ অথবা কারিগরি শিক্ষার তুল্য অথচ স্বীকৃত বিকল্প শিক্ষাকে সমতাস্থাপক শিক্ষা বলে। কোন নির্ধারিত শিক্ষাস্□রের শিক্ষামানের সঙ্গে অন্য কোন শিক্ষাধারার মানের সমতুল্য শিক্ষাব্যবস্থা যা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত তা-ই সমতাস্থাপক শিক্ষা। তবে ব্যবহারিক অর্থে সমতাস্থাপনকারী শিক্ষা প্রক্রিয়াকে সমতাস্থাপক শিক্ষা বলে। সমতাস্থাপক শিক্ষার মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মুলধারার সঙ্গে যেমন- সাধারণ ও কারিগরি উভয় পরিসরেই নতুন সাক্ষরদের সম্পৃক্তকরণের জন্য সমতাস্থাপক শিক্ষার প্রসার অত্যন্□ জর□রি। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে, সাধারণ ও কারিগরি উভয় ধারাতেই প্রাথমিক ও উ□চতর পর্যায়ে কিভাবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার সুসমন্বয় হতে পারে তারও একটি দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা দরকার। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বাইরে যারা পড়ালেখা করেন তাদের স্বীকৃতির বিষয়টিও বিবেচনায় আনা দরকার। সমতাস্থাপক ব্যবস্থা না থাকার ফলে এইসব শিক্ষার্থীরা: একই রকম যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও সমমানের চাকরির জন্য প্রতিযোগিতায় যেতে পারছে না; সমতাস্থাপক অভীক্ষা না থাকায় নিজেদের যোগ্যতা ও অর্জন নিরূপণ করতে পারছে না; এবং অব্যাহত শিক্ষার যে সীমিত সুযোগ আছে তাও ব্যবহার করতে নতুন সাক্ষররা ততটা আগ্রহ দেখা□ছ না। বাংলাদেশে সমতাস্থাপক শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারলে অনেক নতুন সাক্ষর ও ঝরেপরা শিক্ষার্থী নতুন করে তাদের পড়ালেখা করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবে। বাংলাদেশে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বেশ ক'টি ক্ষেত্রে বিশেষ করে অষ্টম শ্রেণী থেকে এসএসসি এবং এইচএসসি পর্যন্□ সমতাস্থাপক শিক্ষা কোর্স চালু করেছে।

৪. সরকারের নেতিবাচক প্রত্যক্ষণ: উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সম্বন্ধে সরকারের নীতিনির্ধারক মহলের ব্যাপক নেতিবাচক ধারণা রয়েছে। এ ধারণার পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯৯৬ সালে প্রতিষ্ঠিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর ২০০৩-এ বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফলে এর সঙ্গে গড়ে ওঠা লোকবল, প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য, স্থানীয় পর্যায়ে গড়ে ওঠা গ্রাম শিক্ষা মিলন কেন্দ্র ইত্যাদিও হারিয়ে যায়। সরকারের শুধুমাত্র নির্বাহী আদেশে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার সিদ্ধান্□ কী যুক্তিযুক্ত হয়েছে?

৫. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সমন্বায়িত কার্যক্রম নেই: বাংলাদেশে নব্বইয়ের দশক থেকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সরব পদচারণা শুর□ হলেও আজাবধি এই সাবসেক্টরে 'প্রোগ্রাম এ্যাপ্রোচে'র ভিত্তিতে একটি সমন্বিত ও সম্প্রসারিত কার্যক্রম গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়নি, যেমনটি নেওয়া হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা সেক্টরে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন-প্রকল্প দুই এর মাধ্যমে। এ ধরনের আয়োজনের মধ্যদিয়ে বিভিন্ন মন্□নালয় ও পেশাজীবী সমন্বিতভাবে কাজ করার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে ও কার্যক্রমের গুণমানও বাড়বে। আর তাতে করে বিভিন্ন মন্□নালয় ও সংগঠনের কাজের মধ্যে অধিক্রমনের সম্ভাবনা হ্রাসপাবে। এ ধরণের উদ্যোগ সকল অংশীজনের ধারণাগত সংগঠন বিনির্মাণেও ইতিবাচক ভুমিকা রাখবে।

৬. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের মানচিত্রায়ন হয়নি: আমাদের দেশে এখন পর্যন্□ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের মানচিত্রায়ন হয়নি। এ জাতীয় মানচিত্রায়নের মাধ্যমে পরিকল্পকরা অনুন্নত অঞ্চল, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠি, কার্যক্রমের কার্যকারিতা, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভৌগোলিক ও জনসংখ্যাতাত্ত্বিক পরিসীমায়ন ইত্যাদি সম্বন্ধে জেনে বাস্□বানুগ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে। ফলে অর্থ, সময় ও সম্পদের অপচয় হ্রাস পাবে। এনজিও এ্যাফেয়ার্স ব্যুরো ও গণসাক্ষরতা অভিযান সমন্বিতভাবে মানচিত্রায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

৭. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার যথার্থ তথ্য ব্যাংকের অভাব: বাংলাদেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বয়স প্রায় পনের বছর। কিন্তু এখনও একটি সমৃদ্ধ তথ্য ব্যাংক গড়ে ওঠেনি। গণসাক্ষরতা অভিযান উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিষয়ক তথ্য ব্যাংক গড়ে তোলার প্রথম উদ্যোগ নেয়। এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৯৬ সালে বেসরকারি সংস্থা পরিচালিত শিক্ষা কার্যক্রমের তাবৎ বিবরণ প্রকাশ করে। এতে প্রায় ৪০০টি সংস্থার তথ্য পরিবেশন করা যায়। এই তথ্য ব্যাংকে শিক্ষা কার্যক্রমের ভৌগোলিক ও জনসংখ্যাতাত্ত্বিক বিস্□ারেরও তথ্য ছিল। এই তথ্য ব্যাংকটিকে ২০০৪ সালে নবায়ন করা হয়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার তথ্য ব্যাংক গড়ার দ্বিতীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল বেসরকারি সংস্থার মৌলিক তথ্যসহ সাক্ষরতার দক্ষতা অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের তথ্য এখানে ছিল। কিন্তু আজ তা বন্ধ হয়ে গেছে । তবে গণসাক্ষরতা অভিযানের শিক্ষা তথ্য ব্যাংকে আরো তিন ধরনের তথ্য যেমন -(১) নব্য সাক্ষরদের শিক্ষার চাহিদা, (২) স্থানীয় শ্রম বাজারের চাহিদা এবং (৩) স্থানীয় পর্যায়ের সাক্ষরতা-উত্তর ও অব্যাহত শিক্ষা প্রদায়ক প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা নিরূপণ বিষয়ক উপাত্ত থাকা অত্যন্□ জর□রি। এসব তথ্য ভিন্ন একটি সুসমন্বিত ও সম্প্রসারিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন অসম্ভব।

৮. সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমুহের মধ্যে অনুপম অংশীদারিত্ব প্রয়োজন: প্রায় একযুগেরও বেশি সময় হল উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমুহ যৌথভাবে কাজ করছে। এদের মধ্যে একধরণের অংশীদারিত্ব গড়ে

ওঠেছে। কিন্তু এখন সময় এসেছে, পেছনে ফিরে তাকাবার। আজাবধি কী পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস, আস্থা, শ্রদ্ধাবোধ ও নির্ভরশীলতা সৃষ্টি হয়েছে? উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে 'সমগ্র মানুষ' সৃষ্টির প্রয়াশে আমরা নিজেরাই বা কতটুকু নিজেদেরকে আলোকিত করতে পেরেছি? যদি আমরা নিজেরাই নিজেদের এক অংশকে বিশ্বাস করতে না পারি, তাদের ওপর নির্ভর করতে না পারি, না পারি শ্রদ্ধা করতে তাহলে আমরা কি করে নিজেদেরকে আলোকিত মানুষ বলে দাবি করতে পারি? সরকারের উচিত সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনসমুহের মাঝে গড়ে ওঠা অংশীদারিত্বের আরো পরিযত্ন ও লালন করা। তবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানেরও উচিত সার্বক্ষণিক দুর্বলতা খুঁজে বের না করে সরকারের ভাল কাজের সুনাম করা। আর তাতে করে ভবিষ্যতে সম্পর্ক উন্নয়নের দরজা খোলা থাকবে।

৯. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সুশাসনের অভাব: সুশাসনের মুল বিষয় দুটো -একটি হল জবাবদিহিতা অন্যটি হল স্ব□ছতা। প্রথমটি অন্যের কাছে আর পরেরটি নিজের কাছে। কেউ যদি তার কাজ নিয়মানুযায়ী নির্বাহ করে তা হলে কিন্তু তার আর কারো কাছেই জবাবদিহি করতে অসুবিধে হয় না। আর বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সরকার আমাদের কাছে এ দু'টোই প্রত্যাশা করতে পারে। কিন্তু বিগত বছরগুলোতে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নামে বেশ কিছু সংগঠন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধার জন্য দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছে যা মোটেও কা□খত নয়। আমরা নিজেরা নিজের কাছেই সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য দায়বদ্ধ। আমরা 'নিজেরা বদলে বিশ্বকে বদলাবার চেষ্টা করি। তবে যদি কেউ অন্□রে সৎ হয় তা হলে তার জন্য অন্য কিছুরই প্রয়োজন হয় না। একমাত্র অন্□রে সৎ ব্যক্তিই পারে বিশ্বকে বদলাতে।

১০. জনসমাজের অনি:শেষ সম্ভাবনায় আস্থা কম: জনসমাজের যে অনি:শেষ সম্ভাবনা আছে তা প্রতিটি উন্নয়ন কর্মীকে বিশ্বাস করতে হবে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সবার উচিত মানুষের মাঝে যে অনুৎঘোটিত সম্ভাবনা সঞ্চিত রয়েছে সেগুলোকে উদঘাটনের পরিবেশ তৈরি। সঠিক পরিবেশ তৈরি না হলে মানুষ তার আন্□র শক্তি বিকাশের পথ খুঁজে পায় না। জনসমাজের ক্ষমতায়ন বৃদ্ধিই আমাদের লক্ষ্য। আর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জ্যোতিকেন্দ্র হল 'সমগ্র' মানুষ। জনসমাজ ক্ষমতাবান হলে পরেই আমরা স্থানীয় পর্যায়ে যে কাজ করছি তা তাদের হাতে হস্□ান্□র করে অন্য কোন জনসমাজের দায়িত্ব নিতে পারি। অথচ আমরা যা করছি তা হল জনসমাজের ক্ষমতা বৃদ্ধির পরিবর্তে নিয়ত নিজেদের ক্ষমতা বাড়িয়ে চলেছি।

১১. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সামর্থ্য কম: উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে কর্মরত কুশলীদের অধিকাংশই মাঠে কাজ করে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। তাঁদের এই অভিজ্ঞতার মান ও মাত্রা ব্যক্তি বিশেষে বিভিন্ন রকম। যে যেটুকুই অর্জন করেছে তার ওপরই মুলত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদায়ক প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞতা ও জনবল গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের এই অভিজ্ঞতাগুলোকে সুব্যবস্থিতভাবে কাজে লাগাবার জন্য তথ্যসন্নিবেশন করা প্রয়োজন। আর এই তথ্যান্নিবেশনের ওপর ভিত্তি করে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বর্তমান সামর্থ্যের পরিস্থিতি সম্বন্ধে অবহিত হওয় যেতে পারে। স্থানীয় সামর্থ্যের ওপর ভিত্তি করে পরে সামর্থ্যের চাহিদা নিরূপণের মধ্যদিয়ে নানাবিধ প্রশিক্ষণের আয়োজন সম্ভব। সেই সঙ্গে দেশের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার অভিজ্ঞতা ও শিখনগুলোর তথ্যসন্নিবেশন করা অত্যন্□ জর□রি।

১২. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার নেতৃত্বের অভাব: দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার নেতৃত্ব কে দেবে? উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার নেতৃত্ব সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ দিতে পারেন যিনি বা যারা একাধারে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার অন্□র্নিহিত উদ্দেশ্য ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট দুটোই বোঝেন। আমার ধারণা এমন লোকের অভাব দেশে নিশ্চয়ই নেই । তবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার নেতৃত্বকে অবশ্যই বেসরকারি সংস্থা ও সিভিল সমাজের অংশীদারিত্ব বিশেষ করে তাদের অহংকার, অভিমান ও কারিগরি কুশলতাকে যেমন বুঝতে হবে তেমনি তাকে বুঝতে হবে সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্তা ব্যক্তিদের অনভিপ্রেত দাম্ভিকতা। নেতৃত্বকে অবশ্যই পারস্পরিক শিখনের পরিবেশ তৈরির উদ্যোগ নিতে হবে যেখানে নিরন্□র দেয়া ও নেয়ার গ্রহণ যোগ্যতা থাকবে, অব্যাহতভাবে শ্রদ্ধাবোধ গড়ে উঠবে। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এমন এক বা একাধিক স্বাপ্নিক চাই যিনি বা যাঁরা জনসমাজের আত্মপ্রত্যয়ী অনি:শেষ সম্ভাবনায় বিশ্বাসী। যারা নিজেরা পরিবর্তিত হয়ে অন্যকে পরিবর্তনের পথে আহব্বান জানাতে সা□ছন্দবোধ করেন।

১৩. উন্নয়ন সহযোগীদের মাঝেও রয়েছে মত ও পথের ভিন্নতা: উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে মত ও পথের পার্থক্য থাকা সত্বেও আমাদের উচিত তাদের আগ্রহকে ইতিবাচক উদ্যোগ প্রণয়নে কাজে লাগানো। নব্বইয়ের দশকের শুর□তে মাত্র একটি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় তহবিল জুগিয়ে আসছিল। তখনও এই সাবসেক্টর বেশিরভাগ উন্নয়ন সহযোগীদের অগ্রাধিকার খাত হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। অথচ বর্তমানে ৮টি দাতাগোষ্ঠী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা খাতে অর্থায়ন করছে। আরো ৪টি দাতাগোষ্ঠী অর্থায়নে আগ্রহ দেখিয়েছে। বর্তমান দশকের প্রথম পাদে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাগুলো প্রায় ২৭০০ কোটি টাকা এ খাতে বিনিয়োগ করেছিল। অথচ নব্বইয়ের দশকের শেষ পাদে উন্নয়নসহযোগীদের বিনিয়োগ ছিল মাত্র ৭৫৬ কোটি টাকা। এ থেকে বোঝা যায়, ধীরে ধীরে হলেও উন্নয়ন সহযোগীদের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বিনিয়োগের আগ্রহ বাড়ছে। আমাদের উচিত, বিনিয়োগকৃত অর্থকে আরো পরিকল্পিতভাবে ব্যবহার করা। তাতে করে সময়, অর্থ ও অন্যান্য সম্পদের অপচয় কম হবে।

ঙ. বাংলাদেশে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সম্ভাবনা

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার সম্ভাবনা বলতে এই সেক্টরের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে এখানে কি ঘটতে পারে সে বিষয়েও মতামত রাখা হয়েছে। বাংলাদেশে ১৪৩ মিলিয়ন লোকের বসবাস এদেশে নিরক্ষর জনমানুষের সংখ্যার হার ৫৯% । দেশের মোট নিরক্ষর জনগোষ্ঠির মধ্যে আবার ৪৯.৭০% পুর□ষ এবং ৬৮.৬০% নারী । এই বিশাল সংখ্যক নিরক্ষর জনগোষ্ঠির পড়ালেখা ও কারিগরি নৈপুণ্য দিয়ে দক্ষ জনবল তৈরি শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক শিক্ষাধারার মাধ্যমে সম্ভব নয়, প্রয়োজন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাধারা। দেশে সবারজন্য শিক্ষা কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে –এই কর্ম পরিকল্পনা মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল-এর আঙ্গিকে করা হয়েছে। দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্রও প্রণীত হয়েছে। এখানেও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার বিভিন্ন অঙ্গ-কার্যক্রমকে অত্যন্□ গুর□ত্ব দেওয়া হয়েছে।

১. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা একটি প্রাচীন ও অব্যাহত শিক্ষা-শিখন প্রক্রিয়া। বাংলাদেশে এ শিক্ষার সুব্যবস্থিত যাত্রা অতি সাম্প্রতিক সময়ে শুর□ হলেও এর ভিত নির্মিত হয়েছে বেশ আগে। প্রাচীন বাংলা ও চৈনিক পরিবারগুলোতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার চিরায়ত পদ্ধতি চালু ছিল। বংশপরম্পরায় জ্ঞান ও দক্ষতা হস্□ান্□রিত হয়ে আসছে নানারকম ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান-কলার মাধ্যমে। হিন্দু ও বৌদ্ধ সাধু-সন্□ ও ভিক্ষুরা মাঝে মাঝে গ্রামের মানুষের সঙ্গে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে লোকশিক্ষার আয়োজন করতেন। সে-সময় থেকে আজাবধি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার নির্মিতি চলছে, নিয়ত সৃষ্টি হ□ছ নতুন নতুন শিখন চাহিদা ও শিখন কৌশল। ফলে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সবসময়ই গ্রহণ ও বর্জন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যুগোপযোগিতা লাভ করছে। এজন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার গুর□ত্ব কখনও সময়োত্তীর্ণ হয় না, এর চাহিদা থাকে সবসময়ই। পরিবর্তন হয় শুধু বিষয়সুচি, শিখন-শিক্ষণ কৌশল ও পরিবেশনায়। অদুর ভবিষ্যতেও এর চাহিদা বাড়বে বৈ কমবে না।

২. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা একটি নমনীয় শিক্ষাধারা। এ শিক্ষাধারায় বিভিন্ন ধরনের জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনানুসারে শিক্ষার বিষয়বস্তু, শিখন-শিক্ষণ কৌশল, পাঠক্রম রচনা, নানারকম সহায়ক সামগ্রীর উদ্ভাবন ও নির্মাণ ইত্যাদির মাধ্যমে শিখন চাহিদা পরিপুরণ করা সম্ভব। এ ব্যবস্থায় সহজে সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একদিকে যেমন শিখন বিষয়ের পরিধি নির্ধারণ করা যায়, অন্যদিকে তেমন নানাা-ধরনের মানুষকে সম্পৃক্ত করে তা বাস্□বায়নও করা যায়। দেশের সকল মানুষের মৌলিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে বিরাট আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার আর তা সম্ভব উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায়ই। সে-কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার দুর্বলতা, পশ্চাতপদতা, ত্র□টি-বিচ্যুতি নিরসনের উপায় হিসেবে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা দেশের পরিকল্পক ও নীতি-নির্ধারকদের মনোযোগ আকর্ষন করেছে।

৩. সাক্ষরতার সঙ্গে উপার্জনমুখিতাকে অপরিহার্য বন্ধনে আবদ্ধ করার ক্ষেত্রে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতি খুবই কার্যকর। তবে সাক্ষরতায় উপার্জনমুখিতাই চুড়ান্□ লক্ষ্য হতে পারে না। উপার্জনমুখিতা তার অনুষঙ্গী অনুশীলন হতে পারে। কারণ, অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে, অনেক কৃষক ও মজুর, বিশেষত কারখানার কারিগর, উপার্জনক্ষম হয়েও নিরক্ষর। এক্ষেত্রে নিরক্ষরতা তাদের কর্মদক্ষতার অন্□রায় নয়। সুতরাং সাক্ষরতার সিদ্ধি উপার্জন দক্ষতায় নয়, সাক্ষরতা কর্মসুচির চুড়ান্□ সিদ্ধি চেতনার সুষ্ঠু বিকাশে। চেতনার উপযুক্ত বিকাশ না ঘটলে শুধু অক্ষরজ্ঞান বা কর্মদক্ষতা দিয়ে পড়□য়াকে 'সমগ্র মানুষ' হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। চেতনার এই সুষ্ঠু বিকাশ উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় খুবই কার্যকর।

৪. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে সবচেয়ে কম সময়ে, কম খরচে বেশিসংখ্যক মানুষকে সাক্ষর করা সম্ভব। সাধারণ প্রথাবদ্ধ বা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সঙ্গে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসুচি সমন্বয় করতে পেরেছে বলেই ভিয়েতনাম, সোভিয়েত রাশিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশ নিরক্ষরতা দুর করতে পেরেছে। ভিয়েতনামে বয়স্ক নিরক্ষরদের জন্যে পরিপুরক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে। কারণ, অনেক বয়স্ক শিক্ষার্থীই দীর্ঘ শিক্ষাকাল চান না। স্বভাবতই তাদের বাধ্য করা উচিত নয়। বরঞ্চ তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে শিক্ষার ব্যবস্থা করা উচিত তাঁদেরই কা□ক্ষত সময় অনুযায়ী। ভিয়েতনামে সেটাই হয়েছিল। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে সাক্ষরতা কর্মসুচিকে সমন্বিত করার কর্মসুচি যখন রাশিয়ায় নেওয়া হলো, তখনই জাতীয় জীবনের সকল পর্যায়ে তাৎপর্যপুর্ণ অগ্রগতি ঘটতে পারল।

৫. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাকে দারিদ্র্য বিমোচনের মুখ্যকৌশল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ, নিরক্ষরতা দারিদ্র্য পরিস্থিতির সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। বিশ্বব্যাংকের মতে, একযোগে চার বছরের শিক্ষার সুযোগ যারা পেয়েছে তাদের দারিদ্র সীমার নিচে অবস্থানের সম্ভাবনা অনেককাংশে কমে যায়। বাজারের চাহিদা অনুসারে অর্জিত নতুন জ্ঞান, দক্ষতা ও আচরণিক পরিবর্তন উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার স্নাতকদের কাজকে আরো নৈপুণ্যের সঙ্গে করতে সাহায্য করে। ফলে তার আয় পুর্বের চাইতে বেড়ে যায়। আর পরিবারের আয় বাড়লে জাতীয় আয়ও বাড়ে। ফলে পরিবারগুলোর সামগ্রিক গুণগত মান বৃদ্ধি পায় এবং দেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন দেখা দেয় অর্থাৎ দারিদ্র্য হ্রাস পায়। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কৌশলের অন্যতম অনুষঙ্গ বিষয়।

৬. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বাজারোপযোগী পণ্য পরিসেবা সৃষ্টিতে সহায়ক। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম যেহেতু শিক্ষার্থীর চাহিদা ও বাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রণীত সে জন্য এ শিক্ষায় প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠী বাজারোপযোগী পণ্য ও পরিসেবা সৃষ্টি করতে সক্ষম। অন্যদিকে, বাজারের চাহিদা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা থাকায় উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার স্নাতকরা বাজারের চাহিদা অনুযায়ী নিত্যনতুন পণ্য ও পরিসেবাও সৃষ্টি করতে পারে।

৭. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে ইনফরমাল ইকনোমিক সেক্টর ধীরে ধীরে একটি লাভজনক ও চাকুরী-সৃজনী সেক্টরে পরিণত হতে পারে। আমাদের দেশের আর্থনৈতিক উন্নয়ন অনেকাংশ নির্ভর করে ইনফরমাল সেক্টরের উন্নয়নের ওপর। কিন্তু ইনফরমাল সেক্টরে কর্মরত শ্রমজীবীদের সুপ্রযুক্ত জ্ঞান, দক্ষতা ও তথ্যের অভাবের কারণে- এ সেক্টরটি আজ অবধি একটি লাভজনক সেক্টরে পরিণত হতে পারেনি। অথচ সিঙ্গাপুর, হংকং, ভিয়েতনাম, কোরিয়া ও চীন খুব সহজেই তা করতে পেরেছে। আজ সরকারের এই সেক্টরের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন ও বিনিয়োগ করা দরকার। এ নীতিমালায় ইনফরমাল সেক্টরের অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ ঋণ সুবিধা, পরিসেবা, উৎপাদকসমুহের মান নির্ধারণ, উদ্যোক্তাদের আরো জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি, তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা নিশ্চিত করাসহ কর ব্যবস্থা সম্পর্কে পরিস্কার ধারণা থাকা উচিত। উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে ইনফরমাল সেক্টরে কা□ক্ষিত সংস্কার সুচিত হতে পারে।

৮. দেশ ও জাতির সবচেয়ে বড় সম্পদ হলো তার জনগোষ্ঠী। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণত করা যায়। আর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের বড় হাতিয়ার হলো সাক্ষরতা। নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িয়ে আছে অজ্ঞতা, দারিদ্র্য, রোগ ও কুসংস্কার। সেজন্য দেশের একটি বিরাট সংখ্যক মানুষকে (প্রায় ৫৯%) নিরক্ষর রেখে সামাজিক অগ্রগতি বা অর্থনৈতিক উন্নতি কল্পনা করা যায় না। স্থানীয় ও লোকজ শিল্পের বিকাশ, আধুনিকীরণ, জনস্ফীতি রোধ, দুর্নীতি ও সন্□াস দুরীকরণ ইত্যাদির জন্য প্রয়োজন সাক্ষরমনস্ক সহিষ্ণু সমাজ। আর উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এ জাতীয় সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

৯. দেশে সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার সঙ্গে একমাত্র উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাই সেতুবন্ধন গড়ে তুলতে পারে। একটি সুব্যবস্থিত উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাধারায় যে কোন বয়সের মানুষের যে কোন ধরনের শিক্ষার সুযোগকে সমন্বিত করা সম্ভব, যেমন করেছে থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়া। তাই উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় বিনিয়োগ সবসময়ই একটি উত্তম বিনিয়োগ। এই বিনিয়োগের ফলে দেশের মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাবে।

১০. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা সেক্টরের জন্য আরো নতুন নতুন তহবিল আসার সম্ভাবনা রয়েছে। এগুলোর মধ্যে যেমন রয়েছে উন্নয়ন সহযোগী তেমনি রয়েছে সরকার। সরকার সম্প্রতি বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন গঠন করেছে। এই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সরকার শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে অর্থ বিনিয়োগ করবে। আশা করা যা□ছ স্থানীয় পর্যায়ের ছোট ছোট এনজিও এই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রকল্প বাস্□বায়ন করতে পারবে। এছাড়া ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, ইউনিসেফ, কানাডিয়ান সিডা ও ডিএফআইডি উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য নতুনভাবে তহবিল জোগাড় করেছে। আশা করা যা□ছ এই সব তহবিলের আওতায় এ বছরের মধ্যে প্রায় ১০টি প্রকল্প কাজ বাস্□বায়নের কাজ শুর□ হবে। এ প্রকল্পগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, কৈশোর শিক্ষাসহ বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রম।

১১. উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাধারায় উন্নয় বিষয়ক ইসু –যেমন - জনঅংশগ্রহণ, জনসমাজের মালিকানা ও অংশীদারিত্ব এবং তাদের ক্ষমতায়ন ও নেতৃত্ব ইত্যাদিতে ওপর বেশি আলোকসম্পাত করা হয়েছে। আর উপরোক্ত বিষয়গুলোর সবই মানব উন্নয়নের অত্যাবশ্যকীয় শর্ত। সে জন্য উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ভবিষ্যতে মানব উন্নয়নের একটি অন্যতম হাতিয়ার বা টুলস হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

চ. উপসংহার

'সবার জন্য শিক্ষা' - আজ আর নিছক শ্লোগান নয়। এটি একটি আন্দোলন- একটি স্বপ্নের সফল বাস্□বায়নোপযোগী উদ্যোগ। বিশ্ব জনমত তৈরি হয়েছে - বিভিন্ন জনগোষ্ঠী; প্রতিষ্ঠান-জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্□র্জাতিক; দাতাগোষ্ঠী; সিভিল সমাজ - সবার মাঝে, সবার জন্য চাই সাক্ষরমনস্ক সমাজ। বিশ্ব অঙ্গীকারের যে সুচনা জমতিয়েনে হয়েছিল সেই পথ ধরে বাংলাদেশ ডাকার সম্মেলনেও পুনরায় দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে- ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য সাক্ষরতা নিশ্চিত করবে। বৈশ্বিক অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে দাতাগোষ্ঠীও এগিয়ে এসেছে বাংলাদেশকে সহায়তা করতে, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসুচির সফল বাস্□বায়নের মাধ্যমে আমরা যেন সেই লক্ষ্যে উপনীত হতে পারি। গোটা বিশ্ব এগিয়ে যা□ছ নিরক্ষরতামুক্তির দিকে। আমরা একই সঙ্গে এগিয়ে যেতে না পারলে পিছিয়ে যাব। তাই আমাদের আন্□র্জাতিক অঙ্গীকারগুলোর সঙ্গে একাত্মতা জানিয়ে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

ম. হাবিবুর রহমান, পরিচালক, শিক্ষা সেক্টর, সেভ দি চিলড্রেন, বাংলাদেশ